ভোরের কাগজ

JAN. 30 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ...৬...

একুশের বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমূল পরিবর্তন

বাংলা একাডেমীর বহু বছরের অনুসৃত নীতিমালায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ☐ সভাপতি হবেন মন্ত্রী, শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত, শহীদ স্মরণে দোয়ার ব্যবস্থা ☐ কার্ডে বিসমিল্লাহ সংযোজন

প্রতীক ইজাজ : অমর একুশে উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলা একাডেমীর আয়োজন ঐতিহ্যবাহী একুশের বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধরন-ধারণ এবার আমূল পাল্টে যাচ্ছে। পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বাংলা নববর্ষ বরণের যে ঐতিহ্যবাহী আয়োজন তার মতো এই বইমেলারও দেশে-বিদেশে পরিচয় রয়েছে বাঙালির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি বিশেষ আয়োজন হিসেবে। সে কারণেই এই মেলার অনুষ্ঠানমালা নিয়ে এতোদিন অনুসৃত হতো একটি সর্বজনীন নীতিমালা।

কিন্তু এবার বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবনাসমূহের কিছুই মানা হচ্ছে না একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। পরিষদের একটি সূত্র জানিয়েছে, উক্ত সভায় গৃহীত বিগত বছরগুলোর মতো প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠালে মন্ত্রণালয় তার পুরোটাই পরিবর্তন করে দেয়।

সূত্র মতে, এ বছরের একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এগুলো হলো—এক. এই প্রথমবারের মতো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে সভাপতিত্ব করছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী। দুই. ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় না এনে কার্ডের ওপর লেখা হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। তিন. শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালনের পাশাপাশি ইসলামি শরিয়া মতে দোয়ার ব্যবস্থা এবং চার. অন্যান্য ধর্মের জনগণের ধর্মীয় চেতনার কথা চিন্তা না করে এই প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অথচ প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকেই

● শেষ পৃষ্ঠা ১ কলাম

একুশের বইমেলার উদ্বোধনী

● প্রথম পাতার পর

পাঠ করা হতো।

এদিকে একুশে গ্রন্থমেলার এই পরিবর্তন নিয়ে বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একাধিক সূত্র এই পরিবর্তনকে দেশের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি নষ্টের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, জামাতে ইসলামীকে সঙ্গে নিয়ে জোট গঠন করে নির্বাচিত বর্তমান সরকার দেশকে জামাতের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা খুব দ্রুত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিভিন্ন কার্যক্রমও গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের একুশে গ্রন্থমেলায় স্টল বরাদ্দ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ভাবমূর্তি নষ্টের ব্যাপক অভিযোগ এনেছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার সংগঠন। প্রতি বছর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট একুশে গ্রন্থমেলায় এবার কোনো স্টল পাচ্ছে না। জোট সূত্র জানিয়েছে, প্রতি বছর আমাদের একাডেমী কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে মেলায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেও, এবার কিছুই জানাননি। অথচ মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশ কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে—বিনা-লটারিতেই স্টল বরাদ্দ দিয়েছে একাডেমী কর্তৃপক্ষ।

উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললে তারা এ ব্যাপার বক্তব্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, আগামীকাল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে একুশে গ্রন্থমেলা বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন। সেখানেই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন কর্তৃপক্ষ। তবে বিভিন্ন দিকে সাধ্যমতো নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন বলেও একাডেমী কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন।

একুশে গ্রন্থমেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ বছর গ্রন্থমেলা জমে ওঠার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, ঈদের কারণে মানুষ কুরবানিসহ বিভিন্ন কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকবেন। তাছাড়া ঈদ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলসমূহ কয়েকদিন পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে মেলায় ক্রেতা সমাগম কম হবে বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন তারা। কয়েকজন প্রকাশক মেলায় স্টল বরাদ্দসহ গ্রন্থমেলায় পুরোনো নিয়মনীতির পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। তাদের মতে, প্রভাবশালী প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অনেকেই একাধিক স্টল বরাদ্দ পাওয়ায় নতুন প্রকাশকদের পক্ষে মেলায় অংশ নেওয়া সম্ভব হয় না। তারা স্টল বরাদ্দে তদবির ও সরকারি সংস্থাগুলোর নিয়মনীতি না মানার ব্যাপারেও ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি পুরোনো প্রকাশকদের মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একাডেমী কর্তৃপক্ষকে তারা আহ্বান জানান। এ বিষয়ে একাধিক প্রকাশক বলেন, যে সমস্ত প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলার শুরু, একাডেমী কর্তৃপক্ষ কখনই তার যথার্থ মূল্যায়ন করেননি।

এদিকে অমর একুশে গ্রন্থমেলার আর মাত্র ১ দিন বাকি। ইতিমধ্যেই মেলার মাঠে তৈরি হয়ে গেছে অধিকাংশ স্টলের বাঁশের কাঠামো। তাতে ত্রিপল চড়ানোও শেষ। শেষ হয়ে এসেছে বেশ কিছু স্টলের সাজসজ্জার কাজও। অমর একুশে বইমেলা ২০০২ সফল করতে ব্যস্ত বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ, প্রকাশক, লেখক সকলেই। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টায় এই গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।